অনাহারক্লিষ্ট আদিবাসী পরিবারের পাশে দাঁড়াল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট : অনাহার ক্লিষ্ট আদিবাসী পরিবারের পাশে দাঁড়াল ব্লক প্রশাসন এবং খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা। একই সঙ্গে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল গ্রামে গিয়ে পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়। বিষয়টি সোমবার বিধানসভায় তুলবেন বলে জানিয়েছেন হাঁসন কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক মিলটন রশিদ।

বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের তালোয়া গ্রামে এক আদিবাসী পরিবারের অনাহারের খবর সামনে আসার পরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। লক্ষ্মী মুর্মু নামে ষাটোর্ধ্ব মহিলা ভিক্ষাবৃত্তি করতে না পারায় পাঁচ দিন ধরে অনাহারে রয়েছেন। একই সঙ্গে অনাহারে রয়েছে পক্ষাঘাত শয্যাশায়ী তার ছোট ছেলে সুকুল মুর্মু। ওই মহিলার স্বামী ১০ বছর আগে দিল্লিতে কাজের খোঁজে গিয়ে আর ফেরেননি। সেই থেকেই ভিক্ষাবৃত্তি করেই চলছিল সংসার। কিন্তু বয়সের ভারে ভিক্ষাবৃত্তি করতে বের হতে না পারায় পাঁচ দিন ধরে অনাহরে আছে মা-ছেলে। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর রবিবার ওই বাড়িতে যান ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও দেবজ্যোতি বড়াল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুরহাট মহকুমা খাদ্য নিয়ামক রমেশচন্দ্র রহমান।

পঞ্চায়েত সভাপতি ধীরেন্দ্রবাবু বলেন, 'ওই পরিবারের একটি সরকারি বাড়ি পাওয়া উচিত ছিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে আছে। বার্ধক্যভাতা সহ আরও সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা। কিন্তু তা পায়নি। এটা দেখার কথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, আশা কর্মীদের। কিন্তু কেউই নজর না দেওয়ায় তাদের অনাহারে থাকতে হয়েছে। আমরা ২০ কেজি চাল, ১০ কেজি ডাল, সবজি তেল পৌঁছে দিয়েছি। এবার বাড়ি এবং বার্ধক্যভাতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।' কংগ্রেসের পক্ষে এ এম কামরুজ্জামান ওই বাড়িতে গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন। বিধায়ক মিলটন রশিদ বলেন, 'আমাদের কর্মীরা খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে। আমি জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বললাম। ওই মহিলাকে বাড়ি এবং বার্ধক্যভাতা দেওয়ার আবেদন করেছি। বিষয়টি বিধানসভায় তুলব।'

সুডোকু মেলাও বুদ্ধি বাড়াও

8				5	4			
			8		2		4	
6		4			1	8		
		5				1		
2		3				5		4
		8				2		
		7	1			4		6
	1		5		7			
			3	4				7

গতকালের সমাধান

9	8	2	6	3	4	5	1	7
7	5	1	2	8	9	4	6	3
4	6	3	5	1	7	2	9	8
8	9	4	1	6	5	7	3	2
3	7	6	4	9	2	8	5	1
2	1	5	8	7	3	9	4	6
6	2	8	9	4	1	3	7	5
1	3	9	7	5	8	6	2	4
5	4	7	3	2	6	1	8	9

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: বুধবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩১ ডিগ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** মঙ্গলবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২১ ডিগ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৯১ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।০৭, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৬:১৮ **জোয়ার:** সকাল ৩:৩৬। **ভাঁটা:** সকাল : ১০:৫৯।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

সোনা-রুপোর বাজার দর

	টাকা
পাকা সোনা (১০ গ্রাম):	৩০,২৫৫
গহনা সোনা (১০ গ্রাম):	২৮,৪০৫
হলমার্কগহনা: (২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম):	২৯,১৩৫
রুপোর বাট (প্রতি কেজি):	৩৯,৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি):	৩৯,৬০০

সৌজন্যে: পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

- সম্পাদক

শেয়ার সূচক

BSE	37,494.40 ▲	(+157.55)
NIFTY	11,319.55 ▲	(+41.20)

শব্দলিপি- ১২৬৮

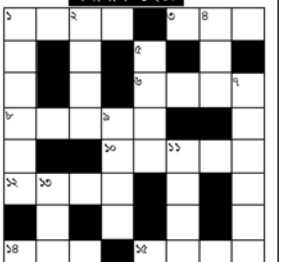

স্বপন করণ

পাশাপাশি : ১। উৎসাহ ৩। গাছের ছাল ৬। শকটারোহী ৮। দরাজ চিত্ত ১০। শ্রাদ্ধকর্তার ষোড়শ দান ১২। রামচন্দ্রের বংশ ১৪। কৃষ্ণবর্ণ ১৫। লালপদ্ম

উপরনীচ : ১। ভাসা ভাসা ২। কচি পাতা ৪। মাথার খুলি ৫। মুখের সংখ্যায় রাবণ ৭। অলংকারে পরাধীন ব্যক্তি ৯। মদের নেশায় আবিষ্ট ১১। যুদ্ধ সংক্রান্ত ১৩। কোমরে বাঁধার সুতো

সমাধান : শব্দলিপি - ১২৬৭

পাশাপাশি : ১। কানীশ ৩। পশতু ৫। বাউল ৭। ভারতরবি ৮। চরকিপাক ৯। ব্যসন ১১। রমেশ ১২। নাশতা

উপরনীচ : ১। কারবা ২। শকুল ৩। পদনারক ৪। তুরুপের তাস ৬। উত্তরবিচার ৭। ভাপা ইলিশ ৯। ব্যঞ্জনা ১০। নমিতা

বিজেপি'কে অক্সিজেন জোগাচ্ছেন অধীর, পাইপলাইন কাটব আমরা: শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, রেজিনগর : রেজিনগর ফুটবল জনসভা থেকে অধীর চৌধুরি ও বিজেপি'কে রীতিমতো হুমকি দিয়ে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী। অধীর চৌধুরির হাত থেকে বহরমপুর লোকসভা ছিনিয়ে নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। বলেন 'বিজেপি'কে যে অক্সিজেন জোগাচ্ছে সেই পাইপলাইন কীভাবে কাটতে হয় আমি জানি।' রবিবার বিকেলের এই জনসভায় শুভেন্দু আরও বলেন, 'বিজেপি'র পরামর্দাতা হলেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি। মুর্শিদাবাদ থেকে হুমায়নকে আর দক্ষিণ দিনাজপুরের কংগ্রেস সভাপতি নীলাঞ্জনকে উনি বিজেপিতে পাঠিয়েছেন।'

২২ জুলাই রেজিনগর ফুটবল মাঠে বিশাল জনসভা করে কংগ্রেসের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রবিবার সেখানেই পাল্টা সভা করে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে, শুভেন্দু অধিকারী একই মাঠে সভা করেও বিজেপির জমায়েতকে টপকাতে পারেনি বলে স্থানীয়রা দাবি করেছেন। সেদিনের সভায় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া রেজিনগরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ন কবীর কড়া ভাষায় তৃণমূলের সমালোচনা করেন।

রবিবার তার পাল্টা জবাবে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'অধীরবাবু উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে লখনউতে বলে লাঞ্চ করেছেন। উনি এখন বিজেপির পরামর্শদাতা। হুমায়ুন কবীর বলছেন আমি বিজেপি'তে গেলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে দাদার (অধীর) ব্যবসায়ীক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক অটুট থাকবে। এর মানে কী? আমরা বিজেপির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।

জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ লোকসভা থেকে আমরা জিতব। কত লাখ ভোটে জিতব গণনার দিন সকালবেলায় বোঝা যাবে। দক্ষিণ মালদা লোকসভার ফরাক্কা ও সামশেরগঞ্জে আমরা এক লাখের বেশি ভোটে এগিয়ে থাকব। আর বহমপুর লোকসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকে প্রার্থী করে পাঠাবেন তাঁকে আমরা জিতিয়ে আনব।

অধীর চৌধুরির ক্ষমতা থাকলে ওই নির্বাচনে লড়াই করুক। জনগণকে নিয়ে কী করে হারাতে হয় আমরা জানি।'

SUCI
SUCI
বাগনান আদর্শ স্কুলের ছাত্রী
ঈশিতা দত্তের
খুনিদের শাস্তি দিতে হবে

ছাত্রী খুনের বিরুদ্ধে বন্‌ধ। মিছিল বাগনানে।

দুর্বল সেতু, যান চলাচলে বিপদের আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিউড়ি : ময়ূরাক্ষী নদীর উপর প্রায় ৭০ বছরের পুরনো তিলপাড়া সেতু। গত ৪০ বছর ধরে এই সেতুর কোনও সংস্কার হয়নি। এতদিন ধরে প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

বয়সের ভার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে সেতুটি। তৈরি হয়েছে বড় বড় ফাটল। তার উপর বেহাল রাস্তা। বড় ওভারলোড গাড়ি যাওয়ার সময় দুলতে থাকে সেতু। সে কোনও সময়ে সেতুটি ভেঙে পড়তে পারে। এই আশঙ্কা করছেন স্থানীয় মানুষজন।

সিউড়ি তিলপাড়া সেতুর উপর দিয়ে গেছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক। পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকেও হাজার হাজার মানুষ এই রাজ্যে আসেন সেতু পার হয়ে। জাতীয় সড়কের উপর সারাদিনে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার মালবোঝাই ও যাত্রীবাহী ছোট-বড় গাড়ি যাতায়াত করে। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুর পরিচর্যার উপর নজর নেই প্রশাসনের।

মেরামত করা হয়নি দীর্ঘদিন ধরে। এত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার উপর প্রশাসনের কেন কোনও নজর নেই তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

বাসিন্দা এবং চালকরা বলছেন, 'তিলপাড়া সেতু দিয়ে বড় কোনও গাড়ি গেলে সেতুটি থরথর করে কাঁপতে থাকে।

দেখে মনে হয় কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রাণ হাতে নিয়ে যে কোনও মতে এপার থেকে ওপার যাতায়াত করতে হয়। সেতুর পাশে সিমেন্টের গ্রিল ভেঙে পড়ছে মেরামতের অভাবে। সেতুর অবস্থা এতটাই করুণ যে উপর থেকে নিচে নদীর জল দেখা যাচ্ছে। এই বর্ষার সেতুর হাল আরও খারাপ হবে।' স্থানীয়রা বলছেন, 'এর উপর রয়েছে বেহাল রাস্তা। এই বেহাল রাস্তার উপর দিয়েই চলে ওভারটেকের দৌরাত্ম্য।' স্থানীয়দের আর অভিযোগ, প্রায় ৪০ বছর ধরে এই সেতুর কোনও সংস্কার হয়নি। প্রশ্ন উঠছে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে কবে? কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ব্যবস্থা নিয়ে কী লাভ?

এ বিষয়ে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র (ময়ূরাক্ষী) কিংশুক মণ্ডল বলেন, 'এই সেতু সংস্কারের বিষয়টি অলোচনার মধ্যে আছে। আমরা অর্থিক বরাদ্দ পেলেই কাজ শুরু করব।'

সম্পত্তির জন্য বৃদ্ধাকে মারধর, গ্রেফতার অভিযুক্ত ছেলে ও বউমা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর : সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় বৃদ্ধ মায়ের উপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠল ছেলে ও বউমার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি সোনারপুর থানা এলাকার মিশনপল্লির। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বৃদ্ধা। ঘটনার তদন্তে নেমে ছেলে ও বউমাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার তাদের বারুইপুর আদালতে তোলা হয়।

সোনারপুর থানা এলাকার মিশনপল্লির বাসিন্দা ৭৬ বছরের অর্চনা কোলে। স্বামী ২৯ বছর আগে মারা গেছেন। তিনি স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মী ছিলেন। ছেলে প্রসেনজিৎ কোলের সঙ্গে একই বাড়িতে তিনি থাকেন। বাড়ি তাঁরই নামে বলে অর্চনাদেবী জানিয়েছেন। স্বামীর কর্মস্থান থেকে পাওয়া তাঁর শেষ জীবনের সম্বলের অর্থ দিয়ে ওই জায়গায় বাড়িটি তৈরি করেছিলেন তিনি।

বছর দুয়েক আগে ছেলে প্রসেনজিৎ পম্পা সাহা নামে এক যুবতীকে বিয়ে করে। অর্চনাদেবী জানান, পম্পা ডিভোর্সি। প্রসেনজিৎ আগে একটি প্রাইভেট সংস্থায় কাজ করলেও বর্তমানে কিছুই করে না। সম্প্রতি সে এই বাড়ি সহ সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী পম্পার নামে লিখে দেওয়ার কথা তাঁকে জানায়। কিন্তু তাতে রাজি হননি। অভিযোগ, তাতেই ক্ষেপে ওঠে ছেলে ও বউমা। শুরু হয় তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার। নানাভাবে তাঁকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করা হয়। এছাড়া বাথরুম যেতেও বাধা দেওয়া হয়। বাথরুমে তালা-চাবি লাগিয়ে দেওয়া হয়।

মমতার বিরুদ্ধে তোপ বিজেপি নেতা সোনকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বনগাঁ : নাম না করে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ডাইনি' বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপির তপশিলি মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি বিনোদ সোনকার। রবিবার বনগাঁ স্টেশন মাঠে দলের রাজ্য বিজেপির তপশিলি মোর্চার কর্মিসভায় যোগ দিতে আসেন বিনোদ সোনকার। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'মা আজ মানুষকে মারছে। যাদের মারা হচ্ছে তারা কী বাঙালি নয়? তারা কি বাংলার মাটিতে জন্মায়নি। তাহলে মা কেন তার ছেলেদের খুন করছে?' এরপর সভায় উপস্থিতদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে বলেন, 'কিন্তু এই মা কেমন যিনি সন্তানদের হত্যা করছেন?' উত্তর আসে, 'ডাইনি'। বিনোদ তাতে সম্মতি জানিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে বলেন, 'ও আচ্ছা ডাইনি বলে।' এরপর বিনোদ সোনকার ফের জিজ্ঞাসা করেন, 'আজকে ওনাকে দিদি না বলে কী বলা যায়?' উত্তর আসে, 'ডাইনি।'

তিনি আরও বলেন, 'একদিন এই বাংলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের নামে পরিচিত হত। এখন আর সেসব নেই। তবে আমার নামে মামলা করতে পারে রাজ্য সরকার। আমি উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছি। উল্টোকে যে সোজা করে দেয় তা হল উত্তরপ্রদেশ।' বিনোদ সোনকার ছাড়াও কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা। ছিলেন জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তপশিলি মোর্চার রাজ্য সভাপতি অরুণ হালদার সহ অন্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল সিনহা তৃণমূল নেত্রীকে আক্রমণ করেন।

বলেন, 'ওনার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। ভাবছেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে যদি বাংলার মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানো যায়। প্রধানমন্ত্রী তো হতে পারবেন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির ঝাড়ুদারের পোস্ট পাকা। চিন্তার কোনও কারণ নেই।'

পরে রাহুলবাবু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'রবিবার মেদিনীপুরে তৃণমূলের সভায় বেশি লোকজন হয়নি। মোদী'জির সভায় তুলনায় এটা কিছু নয়। দু'টি সভার ছবি দেখলে সব বোঝা যাবে। মোদী'জির সভা ছিল মহাসভা আর তৃণমূলের ছিল পথসভা। পুরুলিয়ায় অমিত শাহের সভার পাল্টা সভা করেছিল তৃণমূল। সেখানে ওদের মান ইজ্জত গিয়েও শিক্ষা হয়নি। এবার মনে হয় ওদের চৈতন্য ফিরবে যে, বিজেপি এই রাজ্যে জনসমর্থনের নিরিখে অনেক এগিয়ে গেছে। বিজেপিকে স্পর্শ করার ক্ষমতা তৃণমূলের আর নেই এই সমর্থন দেখেই বোঝা যাচ্ছে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ বিজেপির সঙ্গেই থাকবে।'

শিশু বিক্রির প্রস্তাব দিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, উলুবেড়িয়া : ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনমাসের শিশু কেনার প্রস্তাব দেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ল এক যুবক। রবিবার সন্ধে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালের শিশু বিভাগে। অভিযুক্ত যুবকের নাম শেখ মনিরুল। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। এক যুবতীকে সে শিশু বিক্রি করার প্রস্তাব দেয়। পুলিশের তরফে জানানোর হয়েছে, মনিরুলের বাড়ি উলুবেড়িয়া থানা এলাকার মুশাপুরে। বাগনানের ছআনির বাসিন্দা মহিনুর বেগমের তিনমাসের বাচ্চা নিউমোনিয়ার আক্রান্ত হয়। বুধবার উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে সন্তানকে ভর্তি করেন তিনি। অভিযোগ, রবিবার সন্ধ্যায় ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার খানিক আগেই শেখ মনিরুল শিশু বিভাগে ঢোকে। পরে মহিনুর বেগমের কাছে গিয়ে তাঁর শিশুপুত্রকে ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে কেনার প্রস্তাব দেয়। ঘটনায় হতচকিত শিশুটির মা চিৎকার করলে অন্য রোগীর আত্মীয়রা তাকে ধরে ফেলে মারধর করে। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যদিও মনিরুলের দাবি, ওই যুবতী তাকে শিশু বিক্রির প্রস্তাব দেয়। তাই সে কথা বলার জন্য সোমবার এসেছিল। তার নিজের ছেলেও উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, আটক যুবকের সঙ্গে শিশুপাচারের চক্রের যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নলহাটিতে বালি বাজেয়াপ্ত করতে গিয়ে তাড়া খেল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নলহাটি : বেআইনিভাবে মজুত বালি উদ্ধারের পর তা বাজেয়াপ্ত করতে গিয়ে বালি মাফিয়াদের মদতপুষ্টদের হাতে তাড়া খেল পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজন। ঘটনাটি বীরভূমের নলহাটি থানার জয়পুরের। অভিযোগ, বেআইনিভাবে মজুত করা বালি পুলিশ যাতে না বাজেয়াপ্ত করতে পারে সেই জন্য গ্রামের যুবকদের ব্যবহার করছে কারবারীরা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নলহাটি থানার জয়পুরে বেআইনিভাবে বালি মজুত করে রেখেছে সেখানকার বালি মাফিয়ারা। লক্ষ্য, বর্ষায় চড়া দামে তা বিক্রি। প্রসঙ্গত, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের নিয়ম অনুযায়ী বর্ষায় বালি মজুত করতে গেলে সরকারি চালান লাগে। তাও চালানে উল্লেখিত পরিমাণ বালিই শুধুমাত্র মজুত করতে গেলে সরকারি চালান লাগে। তাও চালানে উল্লেখিত পরিমাণ বালিই শুধু মাত্র মজুত করা যাবে। কিন্তু, বেআইনিভাবে বালি মজুতের খবর পেয়ে নলহাটি ১ নম্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) পুলিশকে বেআইনি বালি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন।

সেই নির্দেশ মতো রবিবার গ্রামে লরি নিয়ে পৌঁছায় পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজন। পুলিশকে ঢুকতে দেখেই পরিকল্পনা মাফিক বালি কারবারীদের মদতপুষ্ট লোকজন মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজনের দিকে। পুলিশ ও লরিকে লক্ষ্য করে ইট, পাটকেল ছোড়ে বলেও অভিযোগ। প্রাণ বাঁচাতে লরি নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে যায় পুলিশ ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অফিসের লোকজন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই গ্রামে অবৈধ কারবারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গৌড়ীয় মিশনের চিকিৎসা শিবির

IYA MISSION
bazar, Kolkata
বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবির
গৌড়ীয় মিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছে। গত ২৯ জুলাই, রবিবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত কেয়াতলা, নাচনগাছা অবস্থিত নাচনগাছা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির তথা স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে প্রায় ১৪৫ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয় ডঃ প্রদীপ রায়, মহাদেব মণ্ডল প্রমুখ সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। রোগীদের মিশন কর্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশনের পক্ষে সুদাম দাস ব্রহ্মচারী ও খোকন সরদার, ও শ্রীশ্রীচৈতন্য যুবগোষ্ঠী সহযোগিতা করেন। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

তোলাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অটো চলাচল বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : আবার তোলাবাজির ঘটনা ঘটল হাওড়ায়। সোমবার থেকে হাওড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে ডনবস্কোপর্যন্ত অটো চলাচল বন্ধ করে দিল চালকরাই। জানা গিয়েছে, নিজেকে অটো ইউনিয়নের সম্পাদক বলে পরিচয় দিয়ে দিলীপ সিং নামে এক তৃণমূল নেতা দীর্ঘদিন ধরেই অটোচালকের থেকে বেনিয়মের টাকা তুলছিল। প্রতিবাদ করলে হেনস্তা ও করা হচ্ছিল। নতুন অটো নামাতে চাইলে কমপক্ষে কুড়ি হাজার দিতে হত বলে অনেক অটোচালকদের অভিযোগ। এরপরে প্রতিদিন কুড়ি টাকা অটো পিছু তোলা আদায় করত। উত্তর হাওড়ার বিধায়ক অশোক ঘোষের মৃত্যুর পর দিলীপের বাড়বাড়ন্ত হয়। এদিন দিলীপের নামে গোলাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অটো চালকরা। যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে দিলীপ।

CHANGE OF NAME

I,SHEIKH MURSALIN RUMAN SADIQUE AHMED S/o Sk. Shahin Ahmed R/o , 12/3/2,Kustia Road ,P.C.and P.S Tiljala Kolkata 700039 declare that My Previous name was Sheikh Mursaleen Rumaan Sadique Ahmed (old name).As per Affidavit before the Notary Public Kolkata on 30 -07-2018 I became known as SHEIKH MURSALIN RUMAN SADIQUE AHMED .

AFFIDAVIT

I, Prodyat Kumar Roy, S/o. Late Siddheswar Roy, resident of New Upper Chelidanga shiv Mandir Road, P.O. Asansol-4, P.S. Asansol (s), Dist.-Paschim Bardhaman, Pin-713304, declare that I have a business of Cosmetic and General order supplier and name & style of the said business as 'ROY and ROY'. previously my business was running at New Upper Chelidanga, Shiv Mandir Road, P.O.-Asansol-4,P.S.-Asansol (S), Dist.- Paschim Bardhaman. I intend to transfer my aforesaid business at Durga Aparment, new Upper Chelidanga, Shiv Mandir Road, ward No.-51 (old-3) P.O. Asansol-4, P.S. Asansol (S), Dist- Paschim Bardhaman, Holding No. 1219. My business transfer to the above mentioned address since 15.4.18. As per Affidavit before the Exceutive Magisrate at Asansol on 30.07.2018.